কিশোর কিশোরী



শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

—প্রকাশক—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বসুমতী কার্য্যালয়,
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য—এক টাকা

—প্রচ্ছদপট—
কে. ভি. সেন এণ্ড ব্রাদার্স লিমিটেড
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩৩৬

—পুস্তকাংশ—
আর্ট প্রেসে মুদ্রিত

কিশোর-কিশোরী :

তিনের কথা

কাছে কাছে নাই বা এলে—তফাৎ থেকে বাস্‌ব ভাল ;
দুটি প্রাণের আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম্ জ্বাল।
এ পার থেকে গাইব গান—ও পার থেকে শুন্‌বে ব'লে ;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে।

আশার মত চুমোর রাশ পরাণ হ'তে উড়াইব ;
গানের সাথে তোমার ওই মুখে চোখে বুলাইব।
পাগল যত পরশ-তৃষা কোমল হয়ে ভাস্‌বে গানে ;
ফুলের মত ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেব তোমার পানে।

লাগ্‌বে যখন কোমল ক'রে তরুণ তব প্রাণের পারে ;—
আশার মত—ফুলের মত—পরাণ ঘেরা অন্ধকারে,
ভয় পেয়ো না চম্‌কে উঠে, প্রাণের মাঝে চেয়ে থেক ;—
ভেসে আসা প্রাণের নিধি প্রাণের-প্রাণে বেঁধে রেখ।

আভাষ

আভাষ

(১)

সে দিন নাহি গো আর যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !
ভালবাসি, ভালবাসি, মনে মনে কহিতাম !
কারে ভালবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম !
হাসিতাম, কাঁদিতাম, শুধু ভালবাসিতাম
আপনারই হৃদয়ের ভালবাসারে !

কল্পনা-গগনালোকে উড়ে উড়ে ভাসিতাম ।
সত্য বলে ধরিতাম সেই কল্পনারে—
মেঘের আড়ালে মোর মায়ানীড় বাঁধিতাম,
স্বপন মন্থন করা ফুলে ফুলে সাজাতাম,
কত দীপ জ্বালিতাম, কত গীত গাহিতাম,—
মেঘের আড়ালে মোর সেই মায়া আগারে।

কেহ ভালবাসে নাই ! তবু ভালবাসিতাম,
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !
ভালবাসা, ভালবাসা, বলে শুধু কাঁদিতাম,
কারে কহে ভালবাসা তাও নাহি জানিতাম,
মধুর প্রেমের মূর্ত্তি মনে মনে গড়িতাম—
পূজিতাম দেহহীন সেই দেবতারে !

সেই প্রেম নিরাকার কতদিন থাকে আর ?
সব শূন্য হ'য়ে গেল জীবন-ভাণ্ডারে !—
নিভিল সে দীপাবলী, ছিঁড়িল সে ফুলহার,
নির্জ্জন পরাণ ভ'রে উঠিল রে হাহাকার !—
সে দিন বহিয়া গেল, যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !

(২)

সেই সে প্রথম দেখা, সাঁঝের আঁধারে !
ধূসর গগন-তলে
নব-শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
ক্লান্তদেহে ছুটে গে'নু তোমা দেখিবারে !
সেই সে প্রথম বার দেখিনু তোমারে !
অধরে অমল হাস,
আঁখি-কোণে লাজ-ভাস,
কে ডাকিল ? ছুটে গে'নু সাঁঝের আঁধারে !

সে কোন্ কুসুম সম,
ফুটিলে মরমে মম,
অকস্মাৎ একেবারে প্রাণের মাঝারে!
বর্ণে বর্ণে উজলিলে,
গন্ধে গন্ধে ভরি দিলে,
সকল সোহাগ শূন্য হৃদয়-ভাণ্ডারে!
ওগো ফুল! ওগো মিষ্ট!
আমি ক্লান্ত, আমি ক্লিষ্ট!
কা'র ডাকে ছুটে এ'নু?—দেখিনু তোমারে
সেই সে প্রথম বার সাঁঝের আঁধারে।

(৩)

কে দেখিল সেই দিন সন্ধ্যাকাশ তলে,
সে কোন্ দেবতা ?
কে শুনিল কাণ পাতি শ্যাম-দূর্ব্বাদলে
কাহার বারতা ?—
তুমি দেখেছিলে কিছু ?—আমি দেখি নাই !
তুমি শুনেছিলে কিছু ?—আমি শুনি নাই !

কে দেখিল বল বল, কারে দেখাইলে,
কে চাহিল, কা'র লাগি বহিয়া আনিলে,
সেই শ্যাম-দূর্ব্বাদলে নীরব-গৌরবে,
আনন্দ মূরতি?
ধ্বনিয়া উঠিল কিগো মেঘমন্দ্র রবে,
সন্ধ্যার আরতি?

আমি জানি নাই কিছু,—তুমি জান নাই,
বুঝিতে পারিনি আমি, তুমি বুঝ নাই,—
তবে কা'র ডাকে তুমি চলে এসেছিলে?
না জেনে না শুনে কেন আমারে ডাকিলে
কোন্ মহা-পরাণের নীরব-নির্জ্জনে,
বল কোন্ কাজে?

জীবনের কোন্ কুঞ্জে বিরলে বিজনে,
কা'র বাঁশী বাজে ?—
নির্ব্বাক্ নয়নে সেই অন্ধকার তলে,
কোন্ মহিমায়,
শব্দহীন সন্ধ্যা,—সেই শ্যাম-দূর্ব্বাদলে—
কোন্ গীতি গায় ?

আভাষ

তুমি কি অবাক্ হয়ে শুনেছিলে তাই ?
আমি ত' শুনিনি কিছু—কিছু বুঝি নাই !
তুমি কি আভাস পেলে পূজার গানের ?
গন্ধ পেয়েছিলে বুঝি পূজার ধূমের ?
তাই ছুটাছুটি করে, চলে এসেছিলে
আকুল সন্ধ্যায়,

সেই সে প্রথম দিন!—আমারে দেখিলে,
দেখালে আমায়,—
আনন্দ মূরতি তব! কাহার লাগিয়া,
বল তব হৃদি-পদ্ম আছিল জাগিয়া?
কে চাহে পূজার ডালি, সাজাইছে কেবা,—
কাহার পূজার লাগি,—কে করিছে সেবা!

(৪)

আমি কেন ছুটে এ'নু ? জানি না আপনি,
যখনি দেখিনু তোমা, আসিনু তখনি !
কোন ডাক শুনি নাই, তবু কে ডাকিল,
কে যেন ঘুমা'তোছিল—সে যেন জাগিল !
আমি ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই,
কোন ডাক শুনি নাই কেমনে বুঝাই,—
কেন যে আসিনু ছুটে ?—তুমি কি বোঝনা,
এ নহে কথার কথা,—এ নহে ছলনা ?

তুমি কি ভেবেছ মনে ঠিক করেছিনু,
আগে হ'তে ?—আমি জেনে শুনে এসেছিনু,
মোহিনী মূরতি তব দেখিবার তরে
কৌতূহল-পরবশ বাসনার ভরে ?
সামান্য তস্কর সম চুরি করি নিতে ?
সৌন্দর্য্য-সম্পদে তব মোর দৃষ্টি দিতে ?
চাও মোর আঁখি পানে, ও কথা ভেবনা,
এ নহে কল্পনা,—ওগো, এ নহে ছলনা !

কিসের কল্পনা বল, কিসের ছলনা ?
কেমনে জাগিবে আজি বিহ্বল বাসনা
বিগত যৌবনে ? মোর মাঝে নিরন্তর,
হাসিত কাঁদিত সেই যে চির-সুন্দর :—
বাসনায় পূর্ণ প্রাণ, বুকে রক্তরাশি,
আপনি উত্তাল হ'য়ে বাজাইত বাঁশী।
মাথায় ফুলের মালা, ফুলধনু হাতে,
ফুলের তরঙ্গ তুলি বসন্তের রাতে,

আপনি কাঁপিত আর মোরে কাঁপাইত !
আপনি ভাসিত, আর মোরে ভাসাইত !—
সে ফুল তরঙ্গে ;—কোন্ অপারের পারে,
লয়ে যেত ভাসাইয়া মোরে বারে বারে ?—
আঘাতি' হৃদয় মোর আছাড়িত তীরে !
আবার ভাসায়ে দিত, আসিতাম ফিরে !
জীবন ভরিয়াছিল তারি মহিমায়,
গরবে গৌরবে তারি, সুখে, বেদনায় !

চাহিলে ফুলের পানে, ভাবিতাম ফুল,
এখনি ফুটিবে প্রাণে,—করিবে আকুল,
পরাণ মুকুল রাশি! ছুটিতাম তাই,—
হৃদয় মাঝারে মোর, যদি তারে পাই।
যদি কভু শুনিতাম, কোন সুন্দরীর
সৌন্দর্য্যের স্তুতিবাদ,—অমনি অধীর
বাসনার স্রোতে মোরে ভাসাইয়া নিত !—
তাহারি কল্পিত বুকে মোরে পরশিত।

আমি সেই কল্পলোকে মুদিয়া নয়ন,
তাহারই লাবণ্যের কুসুম চয়ন
করিতাম মনে মনে ; মূরতি গড়িয়া,
প্রাণে প্রাণে সাজাতাম পরাণ ভরিয়া।
কত না সোহাগভরে মালা গাঁথিতাম,
সেই মালা তারি অঙ্গে জড়ায়ে দিতাম
মনে মনে ! ছুটিতাম তারি অভিসারে,
ভাবিতাম, আসিবে সে, ধরিব তাহারে ঃ—

সে চির-সুন্দর মোর, নাই আর নাই!
বিগত যৌবনে তারে খুঁজিয়া না পাই!
শিথিল হৃদয় আজি, নিষ্প্রভ নয়ন,
বক্ষমাঝে রক্তধারা ছুটে না তেমন,—
উত্তাল উন্মাদ হ'য়ে! কাঁপে না অন্তরে,
নির্ব্বোধ বাসনাপুঞ্জ, পাতার মর্ম্মরে,
পুষ্পের পরশে! সৌন্দর্য্যের কথা শুনে,
উন্মত্ত হয় না হৃদি স্বপ্ন-জাল বুনে।

তবু, কেহ আনে নাই তোমার বারতা,
আমার কাণের কাছে ;—ওগো কোন কথা,
শুনি নাই অপরূপ, তোমার রূপের !
বাজে নাই কোন তন্ত্রী মোর মরমের,
তোমা দেখিবার আগে ! তোমার লাগিয়া
ছিল না পরাণ মোর কাঁপিয়া, চাহিয়া !
সেই যে আসিলে সেই যে প্রথমবার,
ধূসর গগনতলে,—সাঁঝের মাঝার !—

তার আগে কেহ মোরে কহে নাই নাম,
কোন্ ঘর আলো কর,—কোথা তব ধাম!
ওই যে অধর তব সরলতা মাখা,
সকল মাধুরী তার হাসি দিয়ে ঢাকা,
সুখসূর্য্য-কর-স্নাত কুসুম সমান;
করুণায় ভরাভরা ওই যে নয়ান!—
তার কথা শুনি নাই;—ওগো মর্ম্ম-লতা
আপনি আনিলে তুমি আপন বারতা!

তবে কেন ছুটে গে'নু দেখিতে তোমারে ?
আপনি বুঝিতে নারি, নারি বুঝাবারে।
সুধু মোর মনে হয়, কে যেন ডাকিল,
তোমার সম্মুখে আনি জাগাইয়া দিল!
জ্বলন্ত প্রদীপ হ'তে যেমন জ্বালায়,
আর একটী প্রদীপ আনি তাহারি শিখায়,
তেমনি আমারে লয়ে ধরিল যখনি,
তব রূপ-শিখাপরে জ্বলিনু তখনি!

কণ্ঠে মোর জড়াইনু গৌরবের মালা,
কাঁপিতে কাঁপিতে ;—এই যে প্রদীপ জ্বালা,
সর্ব্ব প্রাণে, সর্ব্ব মনে, ওগো সব অঙ্গে,
ভাসিছি ডুবিছি তারি আলোক-তরঙ্গে।
এ আলো কাহার তরে ?—কেবা জ্বালাইল ?
কা'র পূজা লাগি বল প্রদীপ জ্বলিল ?
কোন্ দেবতার কোন্ মন্দিরের গায়,
ঝুলে ঝুলে জ্বলিতেছি দিবস নিশায় ?

(৫)

কেন হাস ? মিথ্যা একি ? অলীক ঘটনা ?
আমি কি করেছি শুধু স্বপন রচনা ?
তবে কেন চিত্ত মাঝে আজো কেঁপে উঠে ?
পরাণের কুঞ্জে কুঞ্জে কেন পুষ্প ফুটে ?

এই যে দিবস নিশি মোর চারি পাশে
হৃদয়ের অন্তস্তলে, আকাশে বাতাসে,
সকল বিশ্বের মাঝে ফুলের সৌরভ !
মিথ্যা এ আনন্দ ভাস ? মিথ্যা এ গৌরব ?

সকল পরাণে মোর সারা দেহময়
এই যে দিবস নিশি কি যে কথা কয়,
কত না জীবন্ত ভাবে কত শত সুরে,
বাজিছে গানের মত এই প্রাণ পূরে !—

কভুবা গভীর কভু মধুর সরল,
কভুবা কঠিন কভু করুণা তরল !
নিমেষে নিমেষে মোরে হাসায় কাঁদায়
নিমেষে নিমেষে মোরে মরায় বাঁচায় !

এও মিথ্যা ! আমি আছি, তাও মিথ্যা তবে ?
আমি নাই ! তুমি নাই, কিছু নাই ভবে !
মিথ্যা তবে সে দিনের ধূসর গগন !
তুমি মায়া, আমি মায়া ! মোদের মিলন

মিথ্যা সে মায়ার খেলা ! সেই মধু হাসি ?
সেই যে অধরে তব উঠেছিল ভাসি ?
তাও ভুল ? তাও স্বপ্ন ? তাও মিথ্যা তবে ?
চোখের চাহনি সেই ? তাও মিথ্যা হবে !

সেই যে কি জানি কেন বক্ষের দোলনি !
অবাক্ বিভোর সেই চক্ষের চাহনি !
যেন কোন দূরাগত সঙ্গীতের বাণী
সচকিত করেছিল সব দেহখানি !

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ মূরতি !
সকল চাঞ্চল্যভরা, অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে,—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে !

এও তবে মিথ্যা কথা ! শুধু স্বপ্ন বুঝি ?
আমি তো হেরিছি সদা দুটি চক্ষু বুজি !
হারাইয়া যায় ব'লে বক্ষ চেপে রাখি !
আমি যে হেরিছি সদা—তাও মিথ্যা নাকি ?

তবে মিথ্যা, মিথ্যা সেই আনন্দের ভাস,
আমি মিথ্যা, মিথ্যা সেই, মায়া সন্ধ্যাকাশ !
মিথ্যা সেই মধুভরা শ্যাম-দূর্ব্বাদল
মিথ্যা সেই প্রাণভরা আঁখি ছলছল !

মিথ্যা সেই সত্য-রূপী মুরতি তোমার,
আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, সবি মিথ্যাকার!
জগৎসংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা!
বল কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা?

মিথ্যা সেই কোমলতা করুণা-রূপিণী!
বুঝিবা চোখের দোষে দেখিতে পারিনি
ভাল করে' স্বল্পালোকে, সেই সে তোমারে,
মায়া-মন্ত্রালোক-ঘেরা, সন্ধ্যার আঁধারে!

কে দিল নয়নে মায়া-অঞ্জন বুলায়ে?
সকল অন্তর মোর কে দিল ভুলায়ে?
ওগো আমি কারে বলি কারে হেরিলাম,
নয়ন-পুত্তলি মম—আঁখি অভিরাম!

তবে কি হেরেছি যাহা তুমি তাহা নহ?
ওগো মায়া! ওগো মিথ্যা! সত্য ক'রে কহ!
কোন্ দানবের সৃষ্টি দেবীর আকারে
দেখা দিলে সেই দিন মোরে ছলিবারে?

তবে কোন্ ছদ্মবেশী রূপসী রাক্ষসী
আমার এ অন্তরের অন্তঃপুরে বসি'
যত না মাধুরী ছিল, ছিল যত প্রাণ,
একই নিশ্বাসে সব করেছিল পান,

চিরস্মরণীয় সেই সন্ধ্যাকাশতলে ?
আনন্দ-আবেশ-ভরে নয়নের জলে
আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ ;—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ !

আজো হেরিতেছি তাই সেই সে তোমারে
দিবালোক-মহিমায় নিশীথ আঁধারে !
সকল জীবন ভরি' প্রত্যেক নিমেষে,
সকল কর্ম্মের মাঝে সব কর্ম্ম শেষে !

সেই সেই তরঙ্গিত পরাণ মূরতি
সকল চাঞ্চল্যভরা অচঞ্চল গতি !—
সকল লাবণ্য-গড়া রূপে ঢল ঢল,
পরাণ-তরঙ্গে সেই স্থির শতদল !

সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত!
সকল করম মাঝে সব কামনায়,
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায়!—

সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়,
সকল স্থখের মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়,—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায়!

মিলনের মন্ত্রপড়া সেই সন্ধ্যাতলে
সেই মধু জ্বল জ্বল শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
অবাক্ নয়নে তুমি দাঁড়ালে যখন
অন্তহীন মহিমায়! সেই সে তখন—

অনিত্য কালের মাঝে একটি নিমেষ,
চমকি' থমকি' যেন আনন্দে অশেষ
ফুটিল গৌরবভরে চির-নিত্য হয়ে;
ঘিরি তারে কালস্রোত যেতেছিল বয়ে!

অফুরন্ত চির-সত্য অনন্ত অশেষ
অনিত্য কালের মাঝে সেই সে নিমেষ !
চিরদিন জাগিবে সে আপন গৌরবে !
তুমি আমি যত দিন তত দিন রবে !

সেই সে নিমেষ মাঝে তুমি দেখা দিলে
তুমি কিগো চিরকাল তারি মাঝে ছিলে ?
কোন মহা-পরাণের বাঁশরী শুনিলে
আপনার আবরণ খুলে ফেলে দিলে।

সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার !
নহ মিথ্যা ! সত্য তুমি ! সত্য রূপাধার !
সত্যই সে দিন আমি নয়নে হেরেছি,—
সত্যই পরাণ ভ'রে পরাণে তুলেছি !

অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর,
রূপ রস গন্ধ ভরা আত্মার মন্দির !
পদতলে কলকলে কাল উর্ম্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা।

এই যে প্রত্যক্ষ মোর প্রাণ মাঝে জাগে
তোমারে বুঝাতে নারি তাই ব্যথা লাগে
কেমনে বুঝাব তোমা ; ওগো বঙ্গবাসি,
আমি সে মূরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।

মনে হয় চিরকাল ভেসে ভেসে যাই
কত জনমের সাধ বুকে লয়ে তাই
সেই সে মূরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি।
এখনো সন্দেহ তব ? ফের ওই হাসি ?

আরে আরে অবিশ্বাসি ! আরে রে নির্দ্দয় !
ওই তব বক্ষতলে নাহি কি হৃদয় ?
সেদিন কি প্রাণে তোর ডাকে নাই বান ?
ফুলে ফুলে উঠে নাই সকল পরাণ ?

ভেসে বহে যায় নাই সকল মরম,
ডুবাইয়া সব কর্ম্ম, সকল ধরম,
ওই কোথাকার সুধা সাগরের পানে,—
পেতে পেতে নাহি পাওয়া কাহার সন্ধানে ?

আমার পরাণ ভ'রে কি গীত গুঞ্জরে !
মরমের প্রতি পত্রে কি ফুল মুঞ্জরে !
বুঝাতে পারি না তোরে তাই কাঁদে প্রাণ,
পরাণ ছাপায়ে তাই ভাসে দু'নয়ান !

ওগো মর্ম্মলতা ! মরমে জড়ায়ে থাক !
আমার বক্ষের মাঝে রাখ মুখ রাখ !
তবে যদি নীরবে গো পারি বুঝাইতে
আজো যাহা পাই নাই হেরিতে শুনিতে !

রাখ বুকে বুক ! করগো হৃদয়ঙ্গম !—
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর-সঙ্গম
পানে বহি চলিয়াছে, দিবসরজনী,
কার পিছে পিছে, শুনি কার শঙ্খধ্বনি !

বুঝিতে পার না কিছু ? থাক তবু থাক
আমার বক্ষের মাঝে লতাইয়া থাক !
তোমারে হৃদয়ে রাখি মোর মনে হয়
কে যেন আমার মাঝে সদা কথা কয় !

কে যেন ডাকিছে কত মধুর মন্তরে
আমাদের দুজনের অন্তরে অন্তরে !
কে যেন গো এসে এসে ফিরে চলে যায়,
হেসে হেসে জীবনের বিজন তলায় !

ওগো মর্ম্মলতা ! থাক তবু থাক
আমার মর্ম্মের মাঝে জড়াইয়া থাক !
তুমিও শুনিবে প্রাণ ! আমি যদি শুনি !
সেই তার নূপুরের মধু রুণুরুণী !

তুমিও হেরিবে প্রাণ ! আমি হেরি যদি !
চিত্ত-মাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি !
দেখিব দেখাবো তোরে মরমে মরমে
জীবন-মরণ ভ'রে জনমে জনমে !



(৬)

কেমনে উঠিবে ফুটি শুধু এক দিনে ?
আরে ! আরে ! ফুল যবে হেসে ফুটে উঠে
শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ-সূর্য্য-করে,
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সেকি শুধু সেই মুহূর্ত্তের
লীলা ? তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন-লীলা যুগ যুগান্তের,
জন্ম জন্মান্তর ধরে ? অনন্ত কালের
শুভ সঙ্গীতের মাঝে উঠে সে ফুটিয়া !—
ফুটেনা ফুটেনা ফুল শুধু এক দিনে !

সেই যে মিলিনু দোঁহে সন্ধ্যাকাশতলে
সে কি শুধু মুহূর্তের মিলন-উৎসব ?
অকস্মাৎ অকারণ সামান্য ঘটনা ?
মুহূর্তে আরম্ভ তার মুহূর্তেই শেষ ?
সেই যে দরশ তব, আঁখি অনিমেষ,
সে যে মোর শুভ-দৃষ্টি জনমে জনমে
চির পরিচিত ! সে যে অনন্ত কালের !—
যোগভ্রষ্ট যোগযুক্ত যুগ যুগান্তের !
তোমারে দেখেছি শুভে ! কত শত বার !
আবার দেখিনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে !

যোগভ্রষ্ট আমি!   কেমনে বর্ণিব বল
অনন্ত কালের সেই মাধুর্য্য-কাহিনী?
যুগে যুগে কেমনে যে পরশ লভেছি!
জনমে জনমে কেন হারায়ে ফেলেছি!
কেনবা পাইনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে!
ফুটিয়া উঠিলে মরি!   মধু-জ্বল-জ্বল
উজল রসের মূর্ত্তি!   কত না কল্পনা
করিছে, জীবন যেন স্বপন-বাহিনী!
যেন ধরা দেয়, শত শত জনমের
কত না হাসির ধ্বনি কত অশ্রুজল!

জীবন-লীলার সেই প্রথম প্রত্যূষে
মনে হয়, ছিনু মোরা শিলাখণ্ড দুটি !—
অগাধ আঁধারে যেন ভেসে ভেসে উঠি
দুইটি উপল খণ্ড সৃষ্টি পারাবারে !
বুকে বুক লাগা, সেই যে প্রথম জাগা
প্রাণদীপ্ত মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বাক্ অবাক্
দুইটি পরাণ ! কে দিল তরঙ্গ তুলি ?
আবার ডুবিনু কেন আঁধার নির্জ্জনে ?—
তরঙ্গসঙ্কুল সেই গভীর অর্ণবে
জীবন-লীলার কোন্ প্রথম প্রত্যূষে ?

তারপরে কত কাল কত যুগ ধরে
কালের তিমির-স্রোত ব'হে চলে যায়
কোন্ চিহ্নহীন পথে ? আলোকবিহীন
কোন্ ঘন-তমসায় ? কোন্ স্মৃতিহীন,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার অরণ্যের মাঝে
হ'য়ে যায় লীন ! সেই মহা শূন্যে যেন
অট্ট হাসে পূর্ণ করি দিক দিগন্তর
নৃত্য করে উন্মত্ত সে কোন্ দিগম্বর !
তারি মধ্যে তুমি আমি ছিনু কি নিদ্রায়
কত দিন কত কাল কত যুগ ধরে ?

তারপর হেসে উঠে নব-বসুন্ধরা
ফলে পুষ্পে ভরা ভরা ! কৌতুকে অপার
চাহিল নয়ন মেলি নব সূর্য্যপানে !
মোরাও জাগিনু দোঁহে ! মধুবন মাঝে
আমি বনস্পতি ওগো ! তুমি বনলতা ।
কি আনন্দে কি গৌরবে মেলিলাম আঁখি !
আঁকড়িয়া ধরিলাম কঠিন হৃদয়ে,
মধুর কোমল কান্তি সেই লতিকারে !
গলাগলি জড়াজড়ি মিলন রভসে !
হেসে হেসে উঠিল সে নব-বসুন্ধরা !

সেই বার সেই মোর ভ্রমর জনম !
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি বনে বনে !
বুকে লয়ে জন্মান্তের বিরহ-বেদন
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি আনমনে !
অকস্মাৎ এক দিন কানন-প্রান্তরে
অপূর্ব্ব কুসুম-রূপে উঠিলে ফুটিয়া !
আনন্দেতে আগুসারি মিলন-তৃষায়
যেমনি আসিনু কাছে, কোন্ ঝটিকায়
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে তুমি কোথায় লুকালে !—
খুঁজিতে খুঁজিতে গেল ভ্রমর-জনম।

তারপর মনে আছে ? ভেলায় ভাসিনু
তুমি আমি নরনারী জীবন-সাগরে !
আশ্চর্য্য অবাক্ হ'য়ে আমি চেয়ে ছিনু,
কি জানি কেমন করে তুমি চেয়ে ছিলে !
কুসুমিত মুখকান্তি ; মধু দেহলতা ;
দোল দোল জ্বল জ্বল রূপের গৌরবে ?
সে কি প্রেম ? ভালবাসা ? আকাঙ্ক্ষা ? বাসনা ?
কোন্ টানে চেয়ে থাকা এমন নীরবে ?
চাহিতে চাহিতে কেন উঠিল তুফান ?
তুমি আমি ডুবিলাম সে কোন্ সাগরে ?

তারপর ?   পশুপক্ষী করিনু শিকার ;
ভীষণ অরণ্য মাঝে ব্যাধের জনম।
একদিন বনপ্রান্তে ত্রস্তা সে হরিণী
যেমনি ফেলিনু তারে বাণবিদ্ধ করে,
সজল সরোষ আঁখি ভরা বেদনায়
কোথা হ'তে বাহিরিলে বন আলো ক'রে !
নতজানু হ'য়ে কত ক্ষমা চাহিলাম,
কহিলে না কোন কথা, ছুটে চলে গেলে !
ওগো বনলতা !   ওগো করুণা-রূপিণী !
সে জনমে আর কভু করিনি শিকার।

বন শকুন্তলা তুমি বনের মাঝারে
লতা-পাতা-ঘেরা ক্ষুদ্র মোদের কুটীর !
এ জনমে কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতাম
ফল মূল জল তুমি বহিয়া আনিতে !
একদিন আক্রমিল কৃতান্তের মত
নিষ্ঠুর দস্যুর দল ঘোর অন্ধকারে !
শানিত ছুরিকা লয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে
তোমার আমার বক্ষে বসায়ে দিলাম ।
সেদিন একত্রে মোরা যাত্রা করিলাম
কোন্ টানে কি আশায় নিশার মাঝারে !

পরজন্মে জনমিলে মধু পদ্ম-আঁখি
রাজার নন্দিনী হয়ে !   তব মালঞ্চের
আমি ছিনু মালাকর !   প্রভাতে সন্ধ্যায়
গাঁথিতাম মালা, তুলি ফুল কাননের !
কি জানি কি বহে যেত শিরায় শিরায় !
কত হাসিতাম, কাঁদিতাম থাকি থাকি !
একদিন মালা দিতে কি দিনু কি জানি !
ধরা প'ড়ে গেনু !   পরদিন বধ্য-ভূমে
যবে নিবু নিবু প্রাণ, ঊর্দ্ধে চেয়ে হেরি
জ্বলিছে গবাক্ষে দুটি অশ্রুভরা আঁখি !

সৈনিকের বধূ তুমি সে কোন্ জনম ?
ছিলে মোর বক্ষ ভ'রে ! দেহ মন গড়া
অনলে বিদ্যুতে ফুলে ! চোখে হোমশিখা !
চপলা চমকে বুকে ! অঙ্গের লাবণি
কুসুম-স্তবক সম মধুর কোমল !
অকস্মাৎ রণভেরী উঠিল বাজিয়া !
শত্রুর কৃপাণ যবে লাগিল হৃদয়ে,
একবার ভয় হ'ল পাছে যত্নে রাখা,
চিত্ত মাঝে তব মূর্ত্তি ছিন্ন হ'য়ে যায় !
পরক্ষণে হাসিলাম ; ফুরাল জনম !

আভাষ

আমি কবি, রাজগৃহে গাহিতাম গান
প্রহরে প্রহরে ! কত শত জনমের
মিলন বিরহ-ব্যথা সুখ দুঃখ আশা
ফুটিয়া উঠিত যেন সেই জনমের
প্রত্যেক গানের মাঝে ! কারে খুঁজিতাম ?
একদিন হেরিলাম লতার আড়ালে
কাল' কাল' দুটি চোখ, ঢাক ঢাক যেন
এলোমেলো চুলে ! সেই দৃষ্টি, সেই হাসি !
সেই কত জনমের চেনা চেনা ভাব !
চমকিয়া উঠিলাম ! বন্ধ হ'ল গান।

তারপর ?   পরজন্মে আমি চিত্রকর,
রূপসী রমণী তুমি ধনীর সংসারে !—
বহুজনসমাকীর্ণ বিপুল সে পুরী !
একদিন তোমারই আলেখ্য আঁকিতে
আমারে লইয়া গেল নয়ন বাঁধিয়া
কত রাস্তা গলি ঘুঁচি কত সিঁড়ী দিয়া
একটি কক্ষের মাঝে !   সম্মুখে দর্পণ,
তারি মাঝে ভাসিতেছে প্রতিবিম্ব তব !
হৃদয়ের রক্ত দিয়া আঁকিনু সে ছবি !
হেরি কহে সবে, অপূর্ব্ব এ চিত্রকর !

আভাষ

মনে কি পড়ে না সেই শিবের মন্দির ?
আমি যে পূজারী ছিনু সেই দেবতার।
তুমি সেবাদাসী ! কোথা হ'তে এসেছিলে
নাহি জানি ! দিবারাত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে
ফুল্ল কুসুমের মত রহিতে পড়িয়া।—
সেই ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি !
একদিন পূজা শেষে, আকুল অধীর
মত্তপ্রাণে যেই তোমা বক্ষে বাঁধিলাম,
চূর্ণ হ'য়ে পড়ে গেল মস্তকে আমার—
সেই জনমের সেই শিবের মন্দির !

একি সত্য ? একি মিথ্যা ? জানি না জানি না
জানি শুধু এই লীলা অনন্ত কালের !
জানি আমি জন্মে জন্মে তোমারে পেয়েছি,
লভেছি পরশ কত ভাবে কত বার !
তারি চিত্রগুলি যেন ভেসে ভেসে আসে
আলোক ছায়ার মত মোর চিত্ত-বাসে।
তোমারেই পাই ওগো, বারে বারে বারে
তরঙ্গের মত মোর মরম বেলায়।
মিলনে বিরহে কত ! আর তারি সনে
যেন বেজে উঠে অনাদি কালের বীণা।

অনন্ত কালের লীলা নহে একদিনে !
সৃষ্টির প্রথম হ'তে চির প্রসারিত
মোর বাহু দুটি, জন্ম জন্ম করি ভেদ
বিদ্ধ করি ব্যাপ্ত করি যুগ যুগান্তর !
তারি আলিঙ্গন মাঝে, ধরা প'ড়ে গেলে
সেই দিন! যেন কোন্ মহাদেবতার
মহা-মিলনের তরে মিলেছি আমরা !—
যুগে যুগে জনমে জনমে বার বার !
তাই সন্ধ্যাকাশতলে উঠিলে ফুটিয়া;
ফোটনি ফোটনি প্রাণ, শুধু একদিনে।

(৭)

জীবন সাধন ধন তুমি যে আমার।
কত জন্ম পরে তাই হেরিনু আবার,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে !
কোন দিন হেরি নাই
পাই নাই কোন দিন :
এস নাই কোন কালে
ফোটে নাই কোন দিন,

এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে !
সব শূন্য পূর্ণ ক'রে
এমন মরম ভ'রে !
তুমি যে মধুর !
তুমি যে বঁধুর
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার !
এমন হারাণ ধন পেয়েছি আবার !

বারে বারে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে ফুটেছিল কত ঝরিয়াছে!
কত ফুল কত হাসি,
কত ভাল-বাসা-বাসি,
কত দুখ্ কত সুখ,
কত ভুল কত চুক্,
কত-না অজানা ত্রাস,
কত বাঁধনের পাশ,

কত সোহাগের কথা,
কত বুক্-ভাঙ্গা ব্যথা,
কত আশা কত গান,
কত নিরাশার তান,
মিলনের ভাতি
বিরহের রাতি :—
যুগে যুগে সেই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
কত কি যে গড়েছিল কত ভাঙ্গিয়াছে !

জনমে জনমে পাওয়া না-পাওয়ার মাঝে
যত কিছু ঝরেছিল সবই ফুটিয়াছে—
মরণের পারে পারে
এক সঙ্গে একেবারে,
এমন মধুর ক'রে
এমন পরাণ ভ'রে !
যত ভাঙ্গা গড়েছিল,
যত গড়া ভেঙ্গেছিল,

সব্‌ই যে গো প্রাণপুটে
রাঙ্গা হয়ে ফুটে উঠে,
অকস্মাৎ একেবারে
সেই আলো অন্ধকারে !
প্রাণ ঢল ঢল !
আঁখি-ভরা জল !
শত জনমের পাওয়া ন-পাওয়ার মাঝে
যত-না হারাণ ধন, সব্‌ই মিলিয়াছে !

যাহা কভু পাই নাই, যার তরে আশা
না জেনে না শুনে প্রাণে বেঁধেছিল বাসা !
জনম জনম ধ'রে
সকল মরম ভ'রে
গুন্ গুন্ গাহি গান
জল জল দুনয়ান
খুঁজিত খুঁজিত যারে !
ওগো পাইলাম তারে !

সেই সন্ধ্যাকাশতলে
নব শ্যাম-দূর্ব্বাদলে,
একেবারে অকস্মাৎ
ভরিল রে প্রাণপাত !
ওগো তুমি সেই !
তুমি সেই, সেই !
যারে পাই নাই কভু ! যার তরে আশা,
জীবন কমল-বনে বেঁধেছিল বাসা !

জন্মে জন্মে ঘুরে ঘুরে এই যে মিলন !
এর তরে ছিল নাকি প্রাণে আকিঞ্চন
শতেক জনম ধ'রে
সকল পরাণ ভ'রে ?
সকল জনমে আঁখি
চাহেনি কি থাকি থাকি
কোন্ সুদূরের পানে
ভরা বর্ণে ফুলে গানে !

তারি চিত্র স্বপ্ন বেয়ে
ছিল নাকি মর্ম্ম ছেয়ে ?
তারি গন্ধ চিত্ত-হারা
করেনি কি আত্মছাড়া ?
গীত কাতরতা,
মিলন-বারতা
আনে নাই থাকি থাকি ? হে প্রাণ-রতন !
শত জনমের চাওয়া এ মধু-মিলন !

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা !
যে দীপ জ্বালিনি ওরে ! সেই দীপ জ্বালা !
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল তুলায়ে রঙ্গে ?—
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা !
এই যে হৃদয় মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে !—

যে দীপ জ্বলেনি আগে
ওরে ! তারি আলো জ্বালা !
যত সাধ সাধনার
যত গীত অজানার,
ফোটে কি মরমে
শতেক জনমে ?
আঁখি মুদে চেয়ে দেখ, কি শোভন মালা !
প্রাণে প্রাণে চাও প্রাণ ! কি আলোক জ্বালা !

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে !
হৃদয়-কমল মাঝে কি ধূম লেগেছে !
ডাঁটায় ফোটে যে ফুল
মোর ফুলে যে ফুটেছে !
ফুলে ফুলে ফুলাকুল
ফুলে ফুলে ফুটেছে !
লালে লালে রাঙ্গা হ'য়ে
ফুটে ফুটে উঠেছে !

কে নেয় রে মধু লুটি
হেসে হেসে কুটি কুটি ?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি ?
মধুর তরঙ্গে
কে নাচেরে রঙ্গে ?
ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধূম লেগেছে !
পরাণ-কমল মাঝে কে জানি জেগেছে !

যুগে যুগে পাওয়া পাওয়া না-পাওয়া মিলন
যেন রে স্বার্থক হ'ল ! পূরিল জীবন !
ওগো ফুল ওগো মিষ্টি !
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি !
ধন্য আমি ধন্য তুমি
পুণ্য সে মিলন-ভূমি !
কে বলে রে ধন্য ধন্য ?
কে দেয় রে করতালি ?

তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে ?
কে বলেরে ধন্য ধন্য,
এ কা'র নূপুর বাজে ?
কার পদরজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভয় করে ? হে মিলিত ! হে মধু-মিলন !
হে পূর্ণ অপূর্ব তুমি ! ধন্য এ জীবন !